রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বুধবার, জানুয়ারি ৮, ২০২০

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ০১ জানুয়ারি ২০২০/১৭ পৌষ ১৪২৬

নং ০৩.১৪.২৬৯২.৮৭৬.২২.১৯৫.১৯-০২—দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনের বিদ্যমান ধারাবাহিকতা বেগবান করে উচ্চতর প্রবৃদ্ধির পথে উত্তরণের জন্য বাংলাদেশের বিপুল কর্মক্ষম জনগোষ্ঠীকে উৎপাদনক্ষম মানবসম্পদে পরিণত করা এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বাজারের ক্রমবর্ধমান চাহিদা অনুযায়ী দক্ষ মানবসম্পদ গড়ে তোলার লক্ষ্যে আর্থিক অনুদান প্রদানে জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ আইন, ২০১৮ এর ধারা ১২(১)(ঘ) অনুসরণে ৪ নভেম্বর ২০১৯ তারিখে অনুষ্ঠিত মন্ত্রিসভা বৈঠক নং-মসবৈ-২০(১১)/২০১৯ এ সিদ্ধান্ত মোতাবেক "জাতীয় মানবসম্পদ উন্নয়ন তহবিল ব্যবহার নীতিমালা-২০১৯" জারি করা হলো।

২। জনস্বার্থে জারীকৃত এই নীতিমালা অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

ড. আহমদ কায়কাউস
প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব
প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়।

মূল্য : টাকা ১২.০০

জাতীয় মানবসম্পদ উন্নয়ন তহবিল ব্যবহার নীতিমালা-২০১৯

১.০ ভূমিকা

জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ আইন-২০১৮ এবং জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন নীতিমালা-২০১১ এর সঙ্গে সঙ্গতি রেখে প্রবৃদ্ধি অর্জনের বিদ্যমান ধারাবাহিকতাকে বেগমান করে উচ্চতর প্রবৃদ্ধির পথে উত্তরণের লক্ষ্যে বাংলাদেশের বিপুল কর্মক্ষম জনগোষ্ঠীকে উৎপাদনক্ষম মানবসম্পদে পরিণত করা প্রয়োজন। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক বাজারে দক্ষতা উন্নয়নের ক্রমবর্ধমান প্রয়োজনীয়তা মেটানোর জন্য সম্পদের চাহিদাও বৃদ্ধি পাচ্ছে। সর্বাধিক কর্মক্ষম জনসংখ্যাকে সর্বোচ্চ ব্যবহারের মাধ্যমে কারিগরি ও প্রযুক্তিগত দিক দিয়ে বর্তমান ও ভবিষ্যতের জন্য দক্ষ মানবসম্পদ হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয় কর্তৃক গঠিত জাতীয় মানবসম্পদ উন্নয়ন তহবিল ব্যবহার সুষ্ঠু ও ফলপ্রসু করার নিমিত্ত এই তহবিল ব্যবস্থাপনার প্রয়োজন বিধায় এই নীতিমালা প্রণয়ন করা হলো :

২.০ সংজ্ঞা

"কর্তৃপক্ষ" অর্থ জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ আইন-২০১৮ এর ধারা ৩ এর অধীন প্রতিষ্ঠিত জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ। জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ সংক্ষেপে এনএসডিএ বোঝাবে;

"কার্যনির্বাহী কমিটি" অর্থ জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ আইন-২০১৮ এর ধারা ১১ এর অধীন গঠিত কার্যনির্বাহী কমিটি;

"কার্যানির্বাহী বোর্ড" অর্থ জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের নির্বাহী চেয়ারম্যান ও চার সদস্য সমন্বিত বোর্ড;

"গভর্নিং বোর্ড" অর্থ জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ আইন-২০১৮ এর ধারা ৮ এর অধীন গঠিত গভর্নিং বোর্ড;

"গবেষণা" অর্থ দক্ষতা উন্নয়ন এবং কারিগরি ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ, দেশিয় ও আন্তর্জাতিক শ্রম বাজারের চাহিদা, দক্ষ কর্মীর চাহিদা ও সরবরাহের ব্যবধান বিশ্লেষণ, সেক্টরভিত্তিক কর্মসংস্থানের পরিবর্তনের ধারা বিশ্লেষণ, প্রযুক্তি ও পরিবেশগত পরিবর্তনের কারণে কর্মীর কর্মপরিবেশে খাপ খাওয়ানো, ইত্যাদি বিষয়ে গবেষণা;

"জাতীয় মানবসম্পদ উন্নয়ন তহবিল" অর্থ কোম্পানি এ্যাক্ট-১৯৯৪ এর আওতায় জাতীয় মানবসম্পদ উন্নয়ন তহবিল হিসেবে নিবন্ধিত একটি তহবিল;

"দক্ষতা" অর্থে কোনো একটি নির্দিষ্ট কাজ করার জন্য অর্জিত জ্ঞান ও কৌশল বা শিল্প ও বৃত্তির আদর্শমান অনুযায়ী দেশিয় ও আন্তর্জাতিক বাজারের চাহিদা মোতাবেক পণ্য ও সেবা উৎপাদনের সক্ষমতা ও সমার্থও অন্তর্ভুক্ত হবে;

"নির্বাহী চেয়ারম্যান" অর্থ জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ আইন-২০১৮ এর ধারা ৫ এর উপ-ধারা (২) এর অধীন নিযুক্ত জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের নির্বাহী চেয়ারম্যান;

"প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান" অর্থ দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনার লক্ষ্যে জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নিবন্ধিত কোন প্রতিষ্ঠান;

"প্রশিক্ষণার্থী" অর্থ জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নিবন্ধিত কোন প্রশিক্ষণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানে কোন দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কোর্সে অংশগ্রহণকারী;

"পূর্ব অভিজ্ঞতার স্বীকৃতি বা আরপিএল (Recognition of Prior Learning)" অর্থ জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের নির্ধারিত কোন পেশার যেকোন স্তরে অনানুষ্ঠানিকভাবে অর্জিত দক্ষতার আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি প্রদান;

"ব্যক্তি" অর্থ দক্ষতা উন্নয়ন সংশ্লিষ্ট সমীক্ষা/গবেষণা পরিচালনা ও উদ্ভাবন কাজে নিয়োজিত সুনির্দিষ্ট কার্যক্রম গ্রহণকারী ব্যক্তি;

"মানবসম্পদ উন্নয়ন" হচ্ছে কতগুলো কাজের সমষ্টি যা পেশার নিরবচ্ছিন্ন উন্নয়নের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠান এবং ব্যক্তির কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি করে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করবে যা উৎপাদন কর্মে প্রয়োজনীয় উপকরণ হিসেবে মানুষের কারিগরি দক্ষতা বা ব্যবহারের উপযোগিতা সৃষ্টি করে। এটি একটি দীর্ঘ-মেয়াদী প্রক্রিয়া যা শিক্ষা,কর্মদক্ষতা, কর্ম-সম্পাদন, কর্মক্ষমতা সৃষ্টি এবং ইতিবাচক কর্মস্পৃহার মাধ্যমে পরিকল্পিতভাবে পেশার উন্নয়ন ও সমৃদ্ধি সাধন করবে;

"শিল্প দক্ষতা পরিষদ (আইএসসি)" অর্থ জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত এবং কোম্পানি এ্যাক্ট-১৯৯৪ অনুযায়ী নিবন্ধিত কোন একটি শিল্প খাতের প্রতিনিধিত্বকারী সংঘ;

"সেন্টার অব এক্সিলেন্স" অর্থ জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের নির্ধারিত সেন্টার অব এক্সিলেন্স মানদণ্ড অনুযায়ী গঠিত কোন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র।

৩.০ লক্ষ্য

দেশের বিপুলসংখ্যক জনগোষ্ঠীকে শিক্ষা ও কর্মমুখী প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ জনসম্পদে পরিণত করা।

৪.০ উদ্দেশ্য

(১) মানবসম্পদ উন্নয়ন তহবিল ব্যবহার করে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কর্মক্ষম মানুষের সক্ষমতা বৃদ্ধি ও প্রতিযোগিতামূলক শ্রমবাজারে কাজ পাওয়ার সামর্থ সৃষ্টি করা;

(২) দেশি ও আন্তর্জাতিক শ্রমবাজারের চাহিদা অনুযায়ী দক্ষ শ্রমশক্তি গড়ে তোলা;

(৩) প্রাক-নিয়োগ ও কর্মকালীন প্রশিক্ষণ এবং নারী, স্বল্পদক্ষতাসম্পন্ন ব্যক্তি, প্রতিবন্ধী, অভিবাসী, দেশের ভিতর স্থানচ্যুত মানুষ, বয়স্ক শ্রমিক, ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী, বিভিন্ন সংস্কৃতি সংখ্যালঘু শ্রেণি, অনগ্রসর, প্রান্তিক ও গ্রামীণ জনগোষ্ঠী এবং বেকার জনগোষ্ঠীর প্রশিক্ষণসহ প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধিতে সহায়তা প্রদান;

(৪) প্রযুক্তিগত পরিবর্তন এবং জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে পেশার পরিবর্তনের সংগতিসাধনের লক্ষ্যে রি-স্কিলিং ও আপ-স্কিলিং কার্যক্রম পরিচালনা করা;

(৫) পেশাগত দক্ষতা উন্নয়নের সংগে সংগতি রেখে ভাষা প্রশিক্ষণ;

(৬) কর্মক্ষম জনগোষ্ঠীকে দক্ষ জনসম্পদে রূপান্তরের মাধ্যমে উৎপাদনশীল ও আয়বর্ধক কর্মসূচিতে সম্পৃক্ত করে অর্থনৈতিক উন্নয়ন সাধনে সহায়তা প্রদান;

(৭) শিল্প দক্ষতা পরিষদ, শিল্প সংগঠনকে শক্তিশালীকরণের মাধ্যমে দক্ষতা উন্নয়ন কার্যক্রমকে চাহিদাভিত্তিক, মানসম্পন্ন এবং গতিশীল করা;

(৮) গবেষণা, সমীক্ষা ও উদ্ভাবন কাজে উৎসাহ প্রদান;

(৯) দক্ষতা উন্নয়ন কার্যক্রমে যুবসমাজকে উদ্বুদ্ধ করার লক্ষ্যে সচেতনতামূলক কার্যক্রম গ্রহণ করা।